আজ বুদ্ধজয়ন্তী

-বিপ্লব

গান্ধি এবং রবীন্দ্রনাথ। যদি বলি ভারতের এই দুই শ্রেষ্ঠ মনিষীর সঙ্গম স্থল কোথায়? উত্তর আসবে অমিতাভ বুদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম আমার এই জন্যেই ভালো লাগে। এখানে ঈশ্বরের রাজ্যপাট নেই। বুদ্ধের বক্তব্যে মানুষকে ধরা হয় সিঙ্গুলার বিন্দু। সমস্যাতো মানুষকে নিয়েই-তাই মানুষের যন্ত্রণা নিয়েই বৌদ্ধ ধর্মের পিলার-চার মহাসত্য। যা চোখে দেখা যায়, অনুভব করা যায়, তাই নিয়েই বৌদ্ধ দর্শন। কুসংস্কার, অলীক ঈশ্বর কল্পনা, ব্রাহ্মন্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানিক বিপ্লবই বৌদ্ধ দর্শন।

চার মহাসত্যকে বৌদ্ধরা বোঝে এই ভাবেঃ

দুঃখ-সবার জীবনেই দুঃখ আছে
সমুদায়-সব দুঃখের ই কারণ আছে-যা হচ্ছে কামনা এবং প্রত্যাশা বা তনহা(পালি)
নিরোধ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় আছে। তা হচ্ছে এই প্রত্যাশা এবং কামনার বন্ধনকে ছিন্ন করা।
অস্টমার্গঃ একামাত্র অস্টমার্গিক সৎ পথেই কামনার বন্ধন ছিন্ন করা যায়।
[সৎ দৃস্টি, সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবন, সৎ প্রচেস্টা, সৎ মন, সৎ সমাধি]

বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে গভীর ভাবে পড়শোনা করা শুরু করি, আমার প্রথম প্রেমিকা বিচ্ছেদের পর। উদ্দেশ্য ছিল বিরহ ব্যথা লাঘব করা। দর্শন ব্যাপারটাই এমন, সেটা পড়ে বোঝা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগাতে হয়। কঠিন বেদনার দিনে এই পরম সত্যগুলো আমার জীবনে নতুন আলো এনেছে।

কিন্ত এটা গভীর উপলব্ধির ব্যাপার।

একটা গল্প বলি। নিউজার্সির এলারবর্ণ Zen Circle য়ে বৌদ্ধগুরু ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের বিভাগীয় প্রধান, ডেভিড বম। আমি এই সার্কেলের মেম্বার ছিলাম এবং বুধবারে আমাদের দর্শন শাস্ত্রের আলোচনার আসর বসত। এখানে বৌদ্ধগুরু ডেভিড নানান আধ্যাত্মপিপাসু মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এক বৃদ্ধা, একদিন জানালেন তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছেন এক বছর হতে চললো। এই দুঃখতো কমার নয়। বেড়েই চলেছে।

ডেভিড বললেন আরো দুঃখ পাও-দুঃখের গভীরে গিয়ে দুঃখ পাও। দেখ এই শোকতপ্ত মন কোথা থেকে উঠে আসে।

এটাই আসল বৌদ্ধ শিক্ষা। আমি যখন প্রেমিকা বিচ্ছেদে কস্ট পাচ্ছিলাম, মনকে পর্যবেক্ষন করতাম। কোথা থেকে উঠে আসে এতো অসহ্য বেদনা। দেখলাম পুরোটাই না পাওয়ার কষ্ট। কখনো সন্ধ্যার নিভৃত দখিনা হাওয়ায় সে পাশে নেই। কখনো মনের ভার লাঘব করার জন্য তাকে আর ফোন করা যাবে না। সবটাই মনের আশা আকাঙ্খায় নিষ্ঠুর জীবনের দাড়ি কমা।

ডেভিড আমাদের বলতেন জীবনের এই দাড়ি কমাগুলো হচ্ছে হেমন্তের হিমেল বাতাসে গাছের পাতা কুড়াতে কুড়াতে লোককে বলা আমরা ব্যস্ত-ঝরা পাতা সাফ করতে ব্যস্ত। পাতা ঝরতেই থাকে। আমরাও ব্যস্তই থাকি। তারপর কোন এক শীতে ঝরে পরে সব পাতা।

ক্যালিফোর্নিয়া, ৫/১০/০৬